বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের নববীক্ষণ

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ষোড়শ শতকে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও প্রবহমান। বিংশ ও একবিংশ শতকে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস, ছোটগল্প। চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্য জগতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে, কীভাবে আধুনিক কথাশিল্পীদের কলমে অলৌকিকতা মোচন করে সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটে চলেছে, চৈতন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা কীভাবে অভিনব মাত্রা লাভ করেছে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে নববীক্ষণে চৈতন্যদেবের সেই প্রভাব অন্বেষণ করাই এই গবেষণা পত্রে আমার অন্বিষ্ট।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে মানবজীবনাভিমুখী বাস্তবতার প্রথম দলিল। মধ্যযুগে যেখানে সাহিত্য হয়ে উঠেছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন, ধর্ম ও অলৌকিকতায় পূর্ণ সেখানে চৈতন্য জীবনী সাহিত্যে এল মানুষ। শুধু মানুষ নয়, সেই মানুষের গৃহ, পরিবার, সমাজ ও সমসাময়িক পরিবেশের কথা। যা কেবল মধ্যযুগের সাহিত্যের পক্ষেই যে এক বিশেষ সম্পদ তাই নয়, এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণও নিহিত রয়েছে। আর এই চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি থেকে উপাদান গ্রহণ করেই কীভাবে আধুনিক কথাসাহিত্যিক উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংরূপে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের বিনির্মাণ করেছেন তাই আমরা এই গবেষণা পত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতকের রেণেসাঁস যুগের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র পজিটিভ যুক্তিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে কীভাবে চৈতন্যদেবের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম থেকে 'আনন্দমঠে'র সন্তানদের পালিত তথা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য কোথায় ও কেন; 'মৃণালিনী' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কীভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ এসেছে সে বিষয়ে এই গবেষণা পত্রে আলোকপাত করেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউ ঠাকুরাণীর হাট','রাজর্ষি','গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' প্রভৃতি উপন্যাসেও চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আদর্শের প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। চৈতন্যদেব ছিলেন জন-গণ-মন অধিনায়ক। প্রেমভক্তি দানের মাধ্যমে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের এই প্রেমভক্তির মানবরূপকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্য যে ভালোবাসার ধর্মে জাতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে। রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গে কীভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে

চৈতন্য অনুষঙ্গ , বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার কীভাবে রবীন্দ্রনাথের হাতে আরও গভীর ও ব্যাপক মাত্রা লাভ করেছে, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপরও চৈতন্যব্যক্তিত্বের প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাই আমরা এই গবেষণা পত্রে আলোচনা করেছি।

তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব সমাজের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। শ্রীচৈতন্যদেব, মহাজন পদাবলী, বৈষ্ণব ভিখারী, মোহান্ত, কীর্তনীয়া, আখড়া নির্মাণ, মাধুকরী বৃত্তি, বাউল-বোষ্টম-বৈষ্ণবদের জীবনচিত্র প্রভৃতি নানা অনুষঙ্গে পরিপূর্ণ তাঁর রচনা। এ প্রসঙ্গে আমরা তারাশঙ্করের 'রসকলি', 'রাইকমল', 'মালাচন্দন', 'প্রসাদমালা', 'রাধা', 'কবি', 'স্বর্গমর্ত্য', 'রাধারাণী' প্রভৃতি উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছি।

আমাদের গবেষণায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ত্রয়ী উপন্যাস ('ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা') - এও ধরা পড়েছে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবতার নানা ছাপ। শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীতে সমাজজীবনে কীরূপ নেয়, সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন সাধনার সঙ্গে, জীবনযাপনের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম কীভাবে অন্বিত হয়ে যায় তারই বাস্তব সত্য চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর এই 'ত্রয়ী' উপন্যাসে। এভাবেই আধুনিক কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্য-চর্চার ধারা অব্যাহত থাকে এবং চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারীপ্রভাব কথাসাহিত্যে ফুটে ওঠে।

বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস। যেমন সমরেশ বসুর 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'কান্তাপ্রেম', জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের 'কাঁহা গেলে তোমা পাই'। এই সমস্ত উপন্যাসগুলি আলোচনার মাধ্যমে কীভাবে আধুনিক কথাশিল্পীদের হাতে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ঘটেছে, আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, চৈতন্যদেবের তিরোধান রহস্য উন্মোচনের প্রয়াস চলেছে, নবনিরীক্ষণে চৈতন্যচর্চার ধারা কীভাবে বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। এছাড়া সতীনাথ ভাদুড়ীর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' (১৯৬৬) উপন্যাসে কীভাবে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আশ্রমকে কেন্দ্র করে তথাকথিত শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত একটি পরিবারের সদস্যদের জীবন আবর্তিত হয়েছে সে বিষয়েও আলোচনা করেছি।

একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও চৈতন্যদেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস। বাংলা কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও চৈতন্যচর্চার ধারা নব নব রূপে নবতাৎপর্যে একবিংশ শতকেও বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। সেখানে কোথাওবা নায়করূপে চৈতন্যব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটেছে। যেমন ড. দীপক চন্দ্রের 'সচল

জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' উপন্যাসে চৈতন্যদেবের প্রতিবাদী গণশক্তির জাগরুক সত্তার পরিচয় ধরা পড়েছে, শৈবাল মিত্রের 'গোরা' উপন্যাসে লেখক ভক্তের চৈতন্য ও ইতিহাসের চৈতন্য এই দুইয়ের মাঝে যে অন্তর্লীন অচেনা চৈতন্য তাঁকেই অনুসন্ধান করেছেন। কোথাওবা তাঁর পদরেণুধন্য বিশিষ্ট স্থানগুলি নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে, যেমন চৈতন্যদেবের গৌড় পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করে রচিত অভিজিৎ সেনের 'রাজপাট ধর্মপাট', পানিহাটি গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পানিহাটা'। আবার চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে রূপক সাহার 'ক্ষমা কর হে প্রভু'; এছাড়া চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের 'চেনা পথ অচেনা পথিক', অলখ মুখোপাধ্যায়ের 'এক জন্মেই জন্মান্তর' যেখানে নিমাইয়ের জীবন-দর্শন, অনুভব, উপলব্ধিকে লেখক নতুনভাবে তুলে ধরেছেন, কিন্নর রায়ের 'শ্রীচৈতন্যকথা' যেখানে চৈতন্যের জন্মের পূর্ববর্তী শচীর মৃত অষ্টকন্যার জন্ম রহস্য নিয়ে লেখকের কল্পনা আবর্তিত হয়েছে এবং হাল আমলে বসন্ত লস্করের 'মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে কীভাবে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ও বিনির্মাণ ঘটেছে, চৈতন্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটেছে তাই আমরা এই গবেষণা পত্রে আলোচনা করেছি।

সবশেষে বাংলা ছোটগল্পে চৈতন্যপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ কথাশিল্পীদের রচিত বিবিধ ছোটগল্পে কীভাবে বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটেছে, বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন গানের সুর নতুন মাত্রা পেয়েছে, কীভাবে লোকজীবনে চৈতন্যদেবের মানব ধর্মের প্রতিফলন ঘটেছে তাই নিয়েই আলোচনা করেছি।

এইভাবে আধুনিক কথাশিল্পীর দার্শনিক দৃষ্টিতে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের আরও অনেক অজানা দিক, নতুন তথ্য, নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের শিল্পরূপে কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠছে, নববীক্ষণে চৈতন্যচর্চার অগ্রগতি কোন পথে ক্রমবিকশিত তা অন্বেষণ করাই এই গবেষণা পত্রের লক্ষ্য।